## লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত
## সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনেরসার-সংক্ষেপ

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়ের নাম | মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ | | | মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায় | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা | কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা | জেডিসিএ ফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ | ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ |
| ১। | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ০১ টি | ০০টি | ০১ টি | ০০ টি | ০০ টি | ০১ টি | ১০মাস (৪১.৬৭%) | ০০ টি | - |

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০১ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

| প্রকল্পের নাম | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল |
|---|---|---|
| Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh (2nd Phase) | ৮৮৫.২৭ ১১.৪২ (৮৭৩.৮৫) | জুলাই, ২০১২ হতে এপ্রিল, ২০১৫ |

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

| প্রকল্পের নাম | মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ |
|---|---|
| Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh (2nd Phase) | প্রকল্পের আওতায় বিডি কোড (বাংলাদেশে প্রচলিত সকল আইন ৪২টি ভলিউমে) হালনাগাদকরণ ও প্রকাশ, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ এর অধীন খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন ও জারী, মানবাধিকার, বাণিজ্য, পরিবেশ, শ্রম অধিকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সংক্রান্ত ২২টি আইন ৪টি ভলিউমে প্রকাশ, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২, ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮, সালিশ আইন, ২০০১ যুগোপযোগীকরণ সহ উক্ত আইনের সংশোধনী চূড়ান্তকরণ এবং প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ৪ মাস বৃদ্ধি করা হয়। |

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

| সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|
| ৪.১ **অননুমোদিতভাবে বিভিন্ন অংগের খরচ বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৫'তে সমাপ্ত হয়েছে এবং টিপিপি সংশোধন করা হয়নি। কিন্তু অংগভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পে মোট ২ ২টি অংগের মধ্যে ০৬টি অংগের ব্যয় অনুমোদিত টিপিপি থেকে ১.১৫ লক্ষ টাকা থেকে ১১.১৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে কারও অনুমোদন নেয়া হয়নি। | ৪.১ প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৫ 'তে সমাপ্ত হয়েছে এবং টিপিপি'র কোন সংশোধন করা না হলেও ০৬টি খাতে অননুমোদিতভাবে বেশি অর্থ ব্যয় করার কারণ আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরকে সত্বর অবহিত করতে হবে। অধিকন্তু কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এসব করা হয়েছে তাও এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; |
| ৪.২ **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না তা নিরুপিত না হওয়াঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আইনী ব্যবস্থা সহজীকরণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের বিচার প্রাপ্তি ও মানবাধিকার সংরক্ষণে লেজিসলেটিভ বিভাগের দক্ষতা উন্নয়ন। তবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে নারী, অক্ষম, উপজা তি ও শিশুদের মানবাধিকার সংরক্ষণে কতটুকু লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বা এসব বিষয়ে মানুষের মাঝে কি ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ বা যাদের মধ্যে আইনী সেবা প্রাপ্তি, মানবাধিকার সুরক্ষা, আইনী সেবা সহজীকরণ এবং সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নে কাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি বেশি প্রয়োজন তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। | ৪.২ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বিডি কোড চুড়ান্তকরণ ও প্রকাশের বিষয়ে টিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই অংগটি সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় /বিভাগকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে এবং যেকোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বয়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি মূল্যায়ন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে বেইজলাইন সার্ভের ব্যবস্থা রাখতে হবে; |
| ৪.৩ **প্রকল্পের দ্বৈততা থাকাঃ** সমাজের অবহেলিত, নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা প্রাপ্তি, মানবাধিকার সুরক্ষাসহ সামগ্রিক সহযোগীতার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রায় একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প সাহায্যে গৃহীত এসব প্রকল্প Demand Driven না হয়ে Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহা য্যের ব্যবহার কতটুকু Effective হচ্ছে কিংবা Value Add করছে সে বিষয় টি ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। | ৪.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার আরো বেশি Effective করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আর প্রকল্প সাহায্য দিয়ে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Supply Driven না হয়ে Demand Driven এর বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; |

| সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|
| ৪.৪ প্রকল্পের একটি অংগ বাস্তবায়িত না হওয়াঃ প্রকল্পের একটি অংগ হচ্ছে বিডি কোড চুড়ান্ত করে প্রকাশ করা । কিন্তু নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণরুপে সম্পাদন করেনি । যেহেতু প্রকল্পের Visible কোন Output/Outcome অত্যন্ত কম কাজেই প্রকল্পটির Visible Output সমুহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা অবশ্যই উচিত ছিল এবং এটি চুড়ান্তভাবে প্রকাশ না করার বিষয়টি মোটেই কাঙ্খিত নয়। | ৪.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০২টি গ্রুপে ১০ জন কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুরে গিয়েছিলেন। এসব কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুর হতে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্যোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ গ্রহণ করবে; |
| ৪.৫ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ আইএমইডি 'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে । আলোচ্য প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৫ 'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি 'তে পাওয়া যায় ১০/০৩/২০১৬ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১১ মাস পর। | ৪.৫ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ এবং পিসিআর-এ ভুল থাকা মোটেই কাম্য নয় । ভবিষ্যতে অবশ্যই সময়মতো এবং নির্ভুল পিসিআর প্রেরণ করতে হবে। |
| ৪.৬ ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পিসিআর-এ অনেক জায়গায় ভুল ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৮৫.২৭ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা । কিন্তু প্রতিটি অংগের ব্যয় যোগ করে দেখা যায় যে, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭৯.২৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পিসিআর-এ খাতওয়ারী ব্যয়ে ৬.০০ লক্ষ টাকা কম দেখানো হয়েছে । আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শনের সময় এ ব্যাপারে জানানো হলে প্রকল্প অফিস হতে জানানো হয় যে, প্রকৃত ব্যয় ৮৮৫.২৭ লক্ষ টাকা হবে। খাতওয়ারী ব্যয়সমুহ সংশোধন করে আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য বলা হলেও এ বিষয়ে তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে, যন্ত্রপাতিগুলো (কম্পিউটার ও অন্যান্য) UNDP থেকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ UNDP-ই খরচ করেছে। | |
| ৪.৭ অডিট আপত্তিঃ প্রকল্পটির অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিপিএ অংশের FAPAD রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পের কোন আরপিএ অংশ না থাকায় এ অংশের কোন অডিট করা হয়নি। অডিটে প্রশিক্ষণ ভাতা খাতে অতিরিক্ত সম্মানী এবং স্ট্রেটেজিক প্ল্যান প্রণয়নে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। | |

## "Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh (2nd Phase)"
## শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
**(সমাপ্তঃ এপ্রিল, ২০১৫)**

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশ
২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

**৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ) | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ) | সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)* | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১০৬০.০০<br>২৫.০০<br>(১০৩৫.০০) | ১০৬০.০০<br>২৫.০০<br>(১০৩৫.০০) | ৮৮৫.২৭<br>১১.৪২<br>(৮৭৩.৮৫) | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ | জুলাই, ২০১২ হতে এপ্রিল, ২০১৫ | জুলাই, ২০১২ হতে এপ্রিল, ২০১৫ | (-)<br>১৭৪.৭৩**<br>(১৬.৪৮%) | ১০মাস<br>(৪১.৬৭%) |

* UNDP এর অনুদান।
**প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ১৭৪.৭৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

**৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ০১। | অফিসারগণের বেতন | সংখ্যা | ২০২.৯৮ | ৭ | ২০৫.৭১ | ৭ |
| ০২। | স্টাফদের বেতন | সংখ্যা | ৪০.০০ | ৪ | ৪০.৭৬ | ৪ |
| ০৩। | দেশের অভ্যন্তরে যাতায়ত | থোক | **২২.০০** | **-** | **১৭.৪৬** | **-** |
| ০৪। | আন্তর্জাতিক ভ্রমণ | থোক | ২০.০০ | - | ১৮.০০ | - |
| ০৫। | সংস্কার ও অফিস ভাড়া | থোক | ৬০.০০ | - | ৪৯.০০ | - |
| ০৬। | ভোগ্য উপকরণ | থোক | ৮.৮০ | - | ৮.২০ | - |
| ০৭। | পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট | থোক | ১৪.০০ | - | ২৫.১৩ | - |
| ০৮। | প্রকাশনা ব্যয় | সংখ্যা | ১০.০০ | ৪ | ৯.১৫ | ৩ |
| ০৯। | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | থোক | ১.০০ | - | ০.৫০ | - |
| ১০। | প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স | সংখ্যা | ৬৭.০০ | ১০ | ১৯.০৪ | ৬ |
| ১১। | ওয়ার্কশপ ও সেমিনার | সংখ্যা | ৮৬.০০ | ৬ | ৮৪.৭৬ | ৮ |
| ১২। | পরিবহণ ব্যয় | থোক | ২.০০ | - | ৩.১৫ | - |
| ১৩। | ন্যাশনাল পরামর্শক | mm | ১৯৮.২০ | ৩৬mm | ১৩৮.৯৭ | ৩৮mm |
| ১৪। | আন্তর্জাতিক পরামর্শক | mm | ১২৩.০০ | ১২mm | ৫২.৫৬ | ২mm |
| ১৫। | অন্যান্য ব্যয় | থোক | ৮৩.৩২ | - | ৯৮.৭৫ | - |
| ১৬। | সিকিউরিটি সার্ভিস | থোক | ১৩.৭০ | - | ১৩.২ | ৩mm |
| ১৭। | যানবাহন | সংখ্যা | ৭৪.০০ | ১ | ৭২.২৬ | ১ |
| ১৮। | ফটোকপি মেশিন | সংখ্যা | ৩.০০ | ১ | ১.০০ | ১ |
| ১৯। | কম্পিউটার প্যাকেজ (ইন্টারনেটসহ) | থোক | ৪.০০ | থোক | ৬.০০ | ১৫ |
| ২০। | অফিস যন্ত্রপাতি | থোক | ১.০০ | - | ০.৫০ | - |
| ২১। | সিডি ভ্যাট | সংখ্যা | ২০.০০ | ১ | ৯.৪২ | ১ |
| | **মোটঃ** | - | - | - | **৮৮৫.২৭** | - |

**৬। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত সকল অঙ্গের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে কিছু কিছু অংগের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। চাহিদার ভিত্তিতে এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সমস্ত খাতের সংস্থানকৃত সম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি বলে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

**৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সবার জন্য সুবিচার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বিচার প্রার্থীরা বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য বিচার পেতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাস ও আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরী। নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক কমিটমেন্ট সুরক্ষায় বিচার বিভাগে প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃবিন্যাস প্রয়োজন। সরকার আধুনিক চিন্তা চেতনা ও চাহিদা বিবেচনা করে আইনগত কাঠামোর বিন্যাসে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। উক্ত বিভাগ বাংলাদেশের সংবিধান, অন্যান্য আইন, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির আলোকে প্রত্যেকটি আইন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে। এর প্রেক্ষিতে লেজিসলেটিভ রিফর্ম প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদান এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়োক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ**

নারী ও অসহায় জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষায় উত্তম সেবা প্রদানে বিচার ও মানবাধিকার সংগঠনসমুহের শক্তিশালী করা যাতে করে সেক্টরাল পরিকল্পনা, সমন্বয় ও আইনী সহায়তা প্রদানে মূল বিচার কার্যের সাথে সংশ্লিষ্টগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ**

সকল নাগরিক বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর-নারী, পঙ্গু, উপজাতি ও শিশুদের মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

**দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যঃ**

স্বল্প ব্যয়ে, সহজতর উপায়ে এবং সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে লেজিসলেটিভ ক্যাপাসিটি উন্নয়ন এবং কিছু কিছু আইনগত রিফর্মের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রাঃ**

(১) ০৪টি প্রকাশনা, ১০টি প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স, ৬টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার, ৩৬ জনমান দেশীয় পরামর্শক ও ১২ জনমাস বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ এবং ০১টি গাড়ী ক্রয় করা;

(২) লেজিসলেটিভ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারগণের ভূমিকা ও কার্যক্রম ম্যাপিং ও বিশ্লেষণ করা;

(৩) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আইনসমুহের কার্যকারীতা ও পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য লেজিসলেটিভ প্রক্রিয়ার সামাঞ্জস্যপূর্ণ একটি লেজিসলেটিভ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা;

(৪) প্রকাশিত আইনসমূহের সংকলণ ও তালিকাভূক্তির একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা;

(৫) সময়মতো মানসম্পন্ন আইন প্রণয়ন ও আইন সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আইনগুলো বাংলা হতে ইংরেজী এবং ইংরেজী থেকে বাংলা করা;

(৭) যে সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে বা স্বাক্ষর করেছে সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থানসহ একটি তালিকা প্রণয়ন করা;

(৮) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে একটি চুক্তি ডেস্ক স্থাপন ও কার্যকরী করে তোলা;

(৯) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং ও আইনগত মতামত প্রদান সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন।

**৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

৮.১ আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি গত ০৪-১০-২০১৩ তারিখে ১০৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০ ১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে (No Cost Extension) প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল/১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

**৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ শহীদুল হক এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

**১০। প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের উপ-পরিচালক (স্বাস্থ্য) কর্তৃক গত ২০/০৭/২০১৬ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয় । এ সময় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

**১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| স্বল্প খরচে অতি সহজে এবং প্রেডিকটেবল উপায়ে বিচারিক সেবা প্রদানে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের লেজিসলেটিভ দক্ষতা বৃদ্ধি ও কিছু কিছু আইনের রিফর্ম করা। | প্রকল্প কার্যালয়ের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে । এছাড়াও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের দিকনির্দেশনামূলক ও অগ্রাধিকার চিহ্নিতসূচক একটি স্ট্রেটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২০১৪-২০১৭ সময়ে চলমান রয়েছে। আইনবিদসহ বিচার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের জন্য বিচার পদ্ধতির উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২টি আইনের বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, পাওয়ার অব এ্যটর্ণী এ্যাক্ট প্রণয়নে এডভোকেসি টুল হিসেবে একটি কমপ্রিহেনসিভ নোট প্রণয়ন করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুমোদিত/সম্মতিদান সংক্রান্ত চুক্তিসমুহের অবস্থান সম্পর্কিত একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, বাংলাদেশের আইনসমুহের সংকলন আপডেটকরণের কাজ চলমান রয়েছে । Evidence Act এবং Arbitration Act এর সংশোধনী বিল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং Power of Attorney Act, 2012 এর আওতায় বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। |

**১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ**

১২.১ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আইনী ব্যবস্থা সহজীকরণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের বিচার প্রাপ্তি ও মানবাধিকার সংরক্ষণে লেজিসলেটিভ বিভাগের দক্ষতা উন্নয়ন। তবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে নারী, অক্ষম, উপজাতি ও শিশুদের মানবাধিকার সংরক্ষণে কতটুকু লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বা এসব বিষয়ে মানুষের মাঝে কি ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি । কাজেই আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কি-না বা বিচার প্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও মানবাধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও সেক্ষেত্রে এ প্রকল্পের অবদান কতটুকু সেটি বলা সম্ভব নয়। তবে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু বিচার প্রাপ্তি সহজীকরণ, মানবাধিকার সুরক্ষা, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য আইনগত সেবা প্রদান, আইনী সেবাকে সহজীকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এসব সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ বা যাদের মধ্যে আইনী সেবা প্রাপ্তি, মানবাধিকার সুরক্ষা, আইনী সেবা সহজীকরণ এবং সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নে কাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি যাদের বেশি প্রয়োজন তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ কোর্স, ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে । প্রকল্প কার্যালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান তারা বিভিন্ন সভা, সেমিনারে যোগদানের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো ভালভাবে অবহিত হতে পেরেছেন এবং এতে তারা উপকৃত হয়েছেন।

১২.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত ৪২টি ভলিউমে বিডি কোড চুড়ান্তকরণের কাজটি সম্পূর্ণরুপে সম্পাদন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জানান যে, কাজটি সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ভলিউম প্রণয়ন করলেও এতে আইনের ভাষাগত ব্যবহারে অসামাঞ্জস্যতা থাকায় চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়নি। মূল কাজটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বুঝে নেয়া হয়েছে। বিডি কোডের ভাষাগত ব্যবহার নিশ্চিত করে তা চুড়ান্ত আকারে প্রকাশ করা হবে। এজন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ কাজ করছেন।

**১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১ **অননুমোদিতভাবে বিভিন্ন অংগের খরচ বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৫'তে সমাপ্ত হয়েছে এবং টিপিপি সংশোধন করা হয়নি। কিন্তু অংগভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পে মোট ২ ২টি অংগের মধ্যে ০৬টি অংগের ব্যয় অনুমোদিত টিপিপি থেকে ১.১৫ লক্ষ টাকা থেকে ১১.১৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে কারও অনুমোদন নেয়া হয়নি।

১৩.২ **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না তা নিরূপিত না হওয়াঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আইনী ব্যবস্থা সহজীকরণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের বিচার প্রাপ্তি ও মানবাধিকার সংরক্ষণে লেজিসলেটিভ বিভাগের দক্ষতা উন্নয়ন। তবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে নারী, অক্ষম, উপজা তি ও শিশুদের মানবাধিকার সংরক্ষণে কতটুকু লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বা এসব বিষয়ে মানুষের মাঝে কি ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ বা যাদের মধ্যে আইনী সেবা প্রাপ্তি, মানবাধিকার সুরক্ষা, আইনী সেবা সহজীকরণ এবং সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নে কাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি বেশি প্রয়োজন তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি । তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

১৩.৩ **প্রকল্পের দ্বৈততা থাকাঃ** সমাজের অবহেলিত, নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা প্রাপ্তি, মানবাধিকার সুরক্ষাসহ সামগ্রিক সহযোগীতার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রায় একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করছে । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প সাহায্যে গৃহীত এসব প্রকল্প Demand Driven না হয়ে Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহা য্যের ব্যবহার কতটুকু Effective হচ্ছে কিংবা Value Add করছে সে বিষয় টি ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণে র ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

১৩.৪ **প্রকল্পের একটি অংগ বাস্তবায়িত না হওয়াঃ** প্রকল্পের একটি অংগ হচ্ছে বিডি কোড চুড়ান্ত করে প্রকাশ করা । কিন্তু নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণরুপে সম্পাদন করেনি । যেহেতু প্রকল্পের Visible কোন Output/Outcome অত্যন্ত কম কাজেই প্রকল্পটির Visible Output সমুহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা অবশ্যই উচিত ছিল এবং এটি চুড়ান্তভাবে প্রকাশ না করার বিষয়টি মোটেই কাঙ্খিত নয়।

১৩.৫ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৫ 'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি 'তে পাওয়া যায় ১০/০৩/২০১৬ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১১ মাস পর।

১৩.৬ **ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পিসিআর-এ অনেক জায়গায় ভুল ছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৮৫.২৭ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা । কিন্তু প্রতিটি অংগের ব্যয় যোগ করে দেখা যায় যে, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭৯.২৭ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ পিসিআর-এ খাতওয়ারী ব্যয়ে ৬.০০ লক্ষ টাকা কম দেখানো হয়েছে । আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শনের সময় এ ব্যাপারে জানানো হলে প্রকল্প অফিস হতে জানানো হয় যে, প্রকৃত ব্যয় ৮৮৫.২৭ লক্ষ টাকা হবে। খাতওয়ারী ব্যয়সমুহ সংশোধন করে আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য বলা হলেও এ বিষয়ে তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে,

যন্ত্রপাতিগুলো (কম্পিউটার ও অন্যান্য) UNDP থেকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ UNDP-ই খরচ করেছে।

১৩.৭ **অডিট আপত্তিঃ** প্রকল্পটির অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিপিএ অংশের FAPAD রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কোন আরপিএ অংশ না থাকায় এ অংশের কোন অডিট করা হয়নি। অডিটে প্রশিক্ষণ ভাতা খাতে অতিরিক্ত সম্মানী এবং স্ট্রেটেজিক প্ল্যান প্রণয়নে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে নিস্পত্তি করা হয়েছে।

**১৪। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ**

১৪.১ প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১ ৫'তে সমাপ্ত হয়েছে এবং টিপিপি'র কোন সংশোধন করা না হলেও ০৬টি খাতে অননুমোদিতভাবে বেশি অর্থ ব্যয় করার কারণ আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরকে সত্বর অবহিত করতে হবে। অধিকন্তু কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এসব করা হয়েছে তাও এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৪.২ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বিডি কোড চুড়ান্তকরণ ও প্রকাশের বিষয়ে টিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু এই অংগটি সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে এবং যেকোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বয়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি মূল্যায়ন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে বেইজলাইন সার্ভের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

১৪.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার আরো বেশি Effective করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আর প্রকল্প সাহায্য দিয়ে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Supply Driven না হয়ে Demand Driven এর বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৪.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০২টি গ্রুপে ১০ জন কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুরে গিয়েছিলেন। এসব কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুর হতে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্যোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ গ্রহণ করবে;

১৪.৫ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ এবং পিসিআর-এ ভুল থাকা মোটেই কাম্য নয় । ভবিষ্যতে অবশ্যই সময়মতো এবং নির্ভুল পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।